সংবাদ

তারিখ 12 MAY 2014
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

বেসরকারি ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মানোন্নয়নে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করুন

১০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আসন সংখ্যার অনুপাতে শিক্ষার্থী নেই। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭০ শতাংশ আসনই খালি। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা যায়। কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় মানসম্মত শিক্ষার অভাবকেই দায়ী করেছেন।

ইউজিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটির ৩ হাজার ২০০টি আসনের বিপরীতে ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন ২১৮ জন। ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত উত্তরা ইউনিভার্সিটির আসন সংখ্যা ১৭ হাজার ৭৭৫। ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হন ২ হাজার ৯৬৪ জন শিক্ষার্থী। একই বছর প্রতিষ্ঠিত মিলেনিয়াম ইউনিভার্সিটিতে ১ হাজার ২২৫টি আসনের বিপরীতে ওই শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তি হন ৩০৪ জন। সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি ৩৫০ আসনে ভর্তি হন ৪৫ জন। ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশে ৬ হাজার ৭৫০টি আসন থাকলেও ভর্তি হন ১ হাজার ৭৯৯ জন। একই পরিস্থিতি দারুল ইহসান ও প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রেও। ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠিত ফার্স্ট ক্যাপিটাল ইউনিভার্সিটিতে ২০১৩ সালে বিভিন্ন সেমিস্টারে মোট ৬০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হন। এছাড়া হামদর্দ ইউনিভার্সিটি ৭৬ জন ও ঈশা খাঁ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ৮০ জন শিক্ষার্থী টানতে সমর্থ হয়।

শিক্ষার্থী না থাকলেও চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়ে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির কার্যক্রম চলে বছরজুড়েই। ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীদের দেয়া হয় নানা ধরনের মিথ্যা তথ্য। প্রতিটি কোর্সে শিক্ষার্থীর আসন পূরণ হয়েছে বলেও জানানো হয়। শিক্ষার্থী টানতে গতানুগতিক ছাড়ের বাইরেও বিভিন্ন উপলক্ষে ছাড় দেয়ার কথা বলা হচ্ছে। এরপরও কাজ না হলে সরাসরি টিউশন ফি কমানো হচ্ছে।

বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর লেখাপড়ার মান এমনিতেই প্রশ্নবিদ্ধ। এছাড়াও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা রকম অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে মিডিয়ায় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে ১০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭০ শতাংশ আসন খালি থাকার পেছনে প্রধান কারণ হলো মানসম্মত শিক্ষার অভাব। মানসম্মত শিক্ষার অভাব তখনই হয় যখন কোন মানসম্মত শিক্ষক প্রতিষ্ঠানে না থাকে। এই ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। এক্ষেত্রে ইউজিসিরও গাফিলতি রয়েছে। ইউজিসির এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে আগে থেকেই নজরদারি এবং মনিটরিং করা উচিত ছিল। কিন্তু ইউজিসির পক্ষ থেকে কিছুই করা হয়নি। যদি সেটা আগে করা হতো তাহলে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এখন এই হাল হতো না। মানসম্মত শিক্ষা দিতে না পারলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষার্থী পাবে না, এটাই স্বাভাবিক। আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, সরকার যত্রতত্র বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় করার অনুমোদন দিচ্ছে। ফলে এ সুযোগে শিক্ষার মান নিশ্চিত না করেই অনেকে ব্যবসায় নামছে। মানসম্মত শিক্ষার অভাবে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ হুমকির মুখে পড়তে দেয়া যায় না। এ সমস্যা সমাধানে ইউজিসি এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উভয়কেই এগিয়ে আসতে হবে।

এ সমস্যা উত্তরণে প্রথমত মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। মানহীন অনভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যাবে না। দ্বিতীয়ত শ্রেণীকক্ষে নিয়মিত পাঠদান নিশ্চিত করতে হবে। তৃতীয়ত শিক্ষার্থীদের ফলাফল, পড়াশোনাসহ সবকিছু ধারাবাহিকভাবে মনিটরিং করতে হবে ইউজিসিকে। সেই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও শিক্ষার মানোন্নয়নে ইউজিসিকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করতে হবে। সমন্বিতভাবে পরিকল্পিত উদ্যোগ নিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউজিসিকে যৌথভাবে কাজ করে পরিস্থিতির উন্নয়ন করতে হবে। কাজটি সহজসাধ্য যেমন নয় তেমনি দ্রুতই মানহীন শিক্ষাদানের চক্র থেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বেরিয়েও আসতে সক্ষম হবে না। সুতরাং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়েই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও ইউজিসিকে কাজ করতে হবে।